সংবাদ

তারিখ 2·8 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

গাইবান্ধায় ৬২ বেসরকারি কলেজে আসবাবপত্র সঙ্কট, নেই শ্রেণীকক্ষও

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার বেশিরভাগ বেসরকারি কলেজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও শ্রেণী কক্ষ নেই। নেই কোন প্রশাসনিক ভবন। কোন কোন কলেজের শিক্ষকরা এখনও এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে ওইসব কলেজে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অথচ তৃণমূল পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার প্রসারে কলেজগুলো গড়ে উঠেছিল।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, সাত উপজেলায় ৬২টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৯টি, সুন্দরগঞ্জে ১৫টি, গোবিন্দগঞ্জে ১১টি, সাদুল্যাপুরে ১০টি, পলাশবাড়িতে ৮টি, সাঘাটায় ৬টি ও ফুলছড়িতে ৩টি। বেশিরভাগ কলেজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সম্প্রতি কয়েকটি কলেজ ঘুরে দেখা গেছে বাস্তব চিত্র। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ১৯৮৬ সালে গড়ে উঠে শর্বপুর আব্দুল জোব্বার ডিগ্রি কলেজ। এই কলেজে ৬৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী ও ৪২৫ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র দুইজনের এমপিভুক্ত হয়নি। শ্রেণী কক্ষের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা গাদাগাদি করে ক্লাস করছে। কলেজে প্রধান সমস্যা পাকা ভবন ও খেলার মাঠ নেই। কলেজ সংলগ্ন একটি পুকুর থাকলেও অর্থাভাবে সেটি ভরাট করা যাচ্ছে না। এছাড়া কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের দাবিও বাস্তবায়ন হয়নি। ২০০২ সালে স্থাপিত ধর্মপুর মহিলা কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ১৯ জন ও ছাত্রী ৪৫ জন। কলেজটি স্থাপনে অনুমতি পেলেও শিক্ষক-কর্মচারীরা এখনও এমপিওভুক্ত হননি। কলেজে পাকা ভবন ও সীমানা প্রাচীর নেই।

২০০০ সালে স্থাপিত ধর্মপুর এসআইডি কারিগরি ভোকেশনাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ২৩ জন ও ছাত্রছাত্রী ২৫০ জন। কলেজের সব শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত। কারিগরি শিক্ষার প্রতি অগ্রাধিকার দেয়া হলেও কলেজে একাডেমিক ভবন নেই। ৩৫০ ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি নলকূপ থাকলেও কোন টয়লেট নেই। ফলে পার্শ্ববর্তী বসতবাড়িতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রাকৃতিক কাজ সেরে নিতে হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে স্থাপিত ধুবনী মহিলা কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ২৫ জন ও ছাত্রী ১৬৬ জন। সব শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত। কলেজে শ্রেণী কক্ষ থাকলেও প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নেই। বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষে ছাদ না থাকায় গরমের দিনে পাঠদান করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ শফি আহমদ সরকার জানান, কলেজে পাসের হার শতকরা ৮৩ ভাগ হলেও তেমন একটা সরকারি সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৯৮ সালে স্থাপিত ধুবনী কঞ্চিবাড়ি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী ৫২ জন ও ছাত্রছাত্রী ২১১ জন। শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ৭ জন এমপিওভুক্ত হয়নি। কলেজে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ ও বেঞ্চ নেই।

২০০২ সালে স্থাপিত শোভাগঞ্জ মহিলা কলেজে মাত্র ৭১ জন ছাত্রী রয়েছে। ২৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী থাকলেও কেউই এমপিওভুক্ত হয়নি। ২০০২ সালে স্থাপিত বাজারপাড়া কারিগরি স্কুল এন্ড বিএম কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২০ জন ও শিক্ষক-কর্মচারী ১৮ জন। কলেজ স্থাপনে অনুমোদন পেলেও গত ৬ বছরেও কোন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হয়নি। এছাড়া কলেজে ৫ কক্ষবিশিষ্ট ভবন থাকলেও পর্যাপ্ত আসবাবপত্র ও খেলার মাঠ নেই।

এছাড়া ফুলছড়ি উপজেলায় ১৯৯১ সালে স্থাপিত ফুলছড়ি ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক ২৯ জন ও ছাত্রছাত্রী ২৫০ জন। কলেজের প্রভাষক শফিউদৌলা জানালেন, বন্যার সময় কলেজ মাঠে পানি উঠায় ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়। মাঠ ভরাটের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সদর উপজেলায় ১৯৮৮ সালে স্থাপিত লেংগা বাজার আইডিয়াল কলেজে শিক্ষক ২২ জন ও ছাত্রছাত্রী ২০০ জন। কলেজ স্থাপনে অনুমোদন পেলেও দীর্ঘ ২০ বছরেও শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হয়নি। মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই কলেজে সমস্যার অন্ত নেই। পাকা ভবন নেই। কলেজের প্রভাষক অশোক কুমার সাহা জানান, বেতনের আশায় থেকে সরকারি চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে। অথচ এমপিওভুক্তি না হওয়ায় শিক্ষকরা দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। সাদুল্যাপুর উপজেলায় ১৯৯৫ সালে স্থাপিত সাদুল্যাপুর গার্লস (ডিগ্রি) কলেজে শিক্ষক ৫০ জন ও ছাত্রী প্রায় ৩০০ জন। উপজেলায় একমাত্র মহিলা কলেজ হলেও ছাত্রী নিবাস নেই। নেই পর্যাপ্ত বেঞ্চ ও শ্রেণীকক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষ জাকারিয়া খন্দকার জানালেন, কলেজের উদ্যোগে দূরের মেধাবী ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল চালু করা হয়েছে। কলেজে ছাত্রী নিবাস নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলে আলম জানান, বেসরকারি কলেজের ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ করার দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের। জেলা শিক্ষা অফিস কেবল শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য বেনবেইস পাঠিয়ে থাকে।